ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/333237127

An outline of the Bangla style sheet

Conference Paper · May 2019

CITATIONS
0

READS
2,622

1 author:

Atanu Saha
Jadavpur University

32 PUBLICATIONS **4** CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Project Preparing annotated corpus on three lesser-known languages of West Bengal View project

Project Study and research on the indigenous and endangered languages in India View project

All content following this page was uploaded by Atanu Saha on 03 November 2021.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

বাংলা স্টাইলশিটের রেখচিত্র

(*An outline of the Bangla Style Sheet*)

ডঃ অতনু *সাহা*
স্কুল অফ ল্যাংগুয়েজেস ও লিঙ্গুইস্টিকস
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৪

Dr. Atanu Saha
School of Languages and Linguistics
Jadavpur University
2014

সূচী

1 ভূমিকা 4

1.1 বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 6

1.1.1 উপস্থাপন 6

1.2 উৎস নির্দেশ পদ্ধতি 7

1.3 গ্রন্থপঞ্জী 8

1.3.1 মাইক্রো সফট ওয়ার্ড-এর স্টাইল শিট গুলোর তুলনামুলক আলোচনা 10

1.4 আমাদের প্রয়োজন নিম্নরূপ 12

2 বাংলা স্টাইলশিটের রূপরেখা 13

2.1.1 তথ্য উপস্থাপন 13

2.1.2 ট্রান্সলিটারেশন 14

2.2 ফন্ট ও টাইপিং সফটওয়্যার 14

2.2.1 বাংলা ওয়ার্ড: অসুবিধের কথা 14

2.2.2 বাংলা টাইপিং সফটওয়্যার অভ্র : সুবিধের কথা 15

2.2.3 শুধুই কি সুবিধে?? 15

2.2.4 ভারতীয় ভাষার সফটওয়্যার বরাহ ৮.০ 16

2.3 উপায় 17

2.4 ফরম্যাট 18

2.4.1 পেজ মার্জিন/ সাইজ/ স্পেস/ ফন্ট সাইজ 18

2.4.2 দৈর্ঘ্য *20*

2.4.3 টাইটেল, লেখক পরিচিতি *20*

2.4.4 একের বেশি শিরোনাম *20*

2.4.5 সাব টাইটেল *21*

2.4.6 কি ওয়ার্ড *(Key word)* *21*

2.4.7 ফুটনোট না এন্ডনোট *22*

2.4.8 প্রকাশকের/প্রকাশনা সংস্থার নামঃ *22*

2.5 সাল অজানা *22*

2.6 বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জি *23*

2.6.1 পত্রিকা *23*

2.6.2 থিসিস ডিসার্টেশন বা রিপোর্ট *24*

2.6.3 মিটিং এর কার্যবিবরণী বা উপস্থাপিত গবেষণা পত্র/ প্রদর্শিত গবেষণা পত্র *24*

2.6.4 বুক রিভিউ *24*

2.6.5 অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম *25*

2.6.6 ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত উপাদান *26*

2.6.7 পেটেন্ট *26*

2.7 শুরুর শেষ কথা *27*

2.7.1 ব্যবহারিক সমস্যা *27*

2.7.2 প্রুফ সংশোধন *28*

3 কিভাবে গ্রন্থপঞ্জী ও উৎসনির্দেশ তৈরি করব?.....28

4 গ্রন্থপঞ্জি (শিকাগো স্টাইলশিট অনুযায়ী).....*31*

1 ভূমিকা

বাংলায় কয়েকটি গবেষণা লেখার পদ্ধতি ও প্রকরণ ছাড়া, স্টাইলশিট বা ম্যানুয়াল নিয়ে প্রায় কোন কাজ হয়নি। এই পেপারে আমি মূলত দুটি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রথমতঃ প্রচলিত কয়েকটি[1] গবেষণা গ্রন্থগুলোর একটা তুলনামুলক আলোচনা এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ। আর দুই *Microsoft word* এ এই মুহূর্তে যে *style sheet* গুলো পাওয়া যায় যেমন APA, Chicago Manual সেগুলো থেকে বাংলা স্টাইল শিট তৈরি করতে যে সহায়ক উপাদানগুলি আমাদের কাজে লাগতে পারে তার পর্যালোচনা।

আমার এই পেপারের উদ্দেশ্য দুটি। এক. বাংলায় একটি *standard style sheet* এর প্রচলন। প্রচলিত *APA, Chicago Manual* অথবা *MLA* থেকে আলাদা একটি স্টাইল শিট তৈরির প্রধান কারণ, বাংলা ভাষার গঠন সেই সব ভাষার থেকে বেশ আলাদা যেগুলো এই সব স্টাইল শিটে আলোচিত। এই গঠন গত বৈসাদৃশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখানে। লক্ষণীয় যে এই স্বাতন্ত্র্যগুলো সম্মিলিত আকারে চিহ্নিত করা গেলে তা অন্যান্য

[1] (ইসলাম ২০১২), (গোস্বামী ১৯৮৯), (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৭), (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯০), (ভট্টাচার্য ২০১২), (মুখোপাধ্যায় ১৯৯২)

ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। অন্ততঃ বেশ কিছু ভাষার জন্য একটা *common style sheet* তৈরি করা যায় কিনা সেটা আমাদের বিবেচনার মধ্যে থাকা উচিৎ।[2]

দুই. আলোচনার মাধ্যমে দেখাবো যে আমাদের স্টাইলশিট এ কিছু জিনিস জুড়ে দিয়ে সেটা যদি *ওয়ার্ড প্রসেসর গুলোর জন্য একটা css Style sheet তৈরি* করা যায় তাহলে অনেক সমস্যার খুব সহজ সমাধান বেরিয়ে আসবে। কী রকম? *Style sheet* যদি আগে থেকেই মজুত থাকে তাহলে অনায়াসে গ্রন্থপঞ্জী, উৎস নির্দেশ তৈরি করা যায়। বারবার নতুন লেখার জন্য *গ্রন্থপঞ্জী তৈরি* করতে হয় না।

Microsoft word এ বর্তমানে যে স্টাইলশিটগুলো প্রযুক্ত আছে সেগুলো উল্লেখ করছি -

1. *APA Style: American Psychological Association,*
2. *Chicago Style: Based on the CMS (since 1906)*
3. *GB7714: Chinese national standard*

---

[2] এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্টান্ডার্ড বা BIS (২০০৯ এর পরিশোধিত রূপ) এর রেফারেন্সিং বা citation style শুধুমাত্র কয়েকটি international standard কে মান্য রূপ ধরে তৈরি করা হয়েছে। তাতে কাজের কাজ খুব একটা হয়েছে তা নয়। বরং ভারতীয় ভাষা গুলোর গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে BIS এর রেফারেন্সিং বা citation style তৈরি করা হলে তা হবে যুক্তিসম্মত।

4. *GOST : Technical standard from the Euro-Asian Council for Standardization, Metrology and Certification*
5. *IEEE :Institute of Electrical and Electronics Engineers*
6. *ISO 690 : Based on the ISO standard*
7. *MLA Style : Modern Language Association*
8. *SIST02-2007 (Japanese Standard)*
9. *Turabian Style: Style named after Kate Turabian from the University of Chicago (since 1937.*

কিন্তু যে বাংলা মোদের গর্ব মোদের আশা সেই বাংলা ভাষার স্টাইলশিট আপাতত MS office এ নেই ? প্রশ্ন হচ্ছে থাকবে না কেন? আর শুধু বাংলাই কেন? যদি অন্যান্য ভারতীয় ভাষার একটা কমন স্টাইল শিট বার করা যায় তাহলে সেটাই *MS-office, libre office, mac processor ইত্যাদিতে* যুক্ত করবার প্রয়াস চালাতে হবে।

1.1 বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

কি কি বিষয় আমাদের ভাবতে হবে?

1.1.1 উপস্থাপন

ইংরেজি বা ইন্দোইউরোপীয় ভাষা গুলোর লিখন রীতি অনুযায়ী আগে পদবি তারপর নাম প্রায় বেশির ভাগ প্রচলিত স্টাইলশিট গুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন – Jones, William(১৭৫০) বা Shakespeare, William (১৫৮৪) । উৎস নির্দেশের সময় আমরা

বলি jones (1750) has stated.. কিন্তু বাংলায় মৌখিক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা ভট্টাচার্য (১৯১৩) লিখেছেন বা বলেছেন বলি কী? বলি আশুতোষ বাবু ১৯১৩ এর অমুক প্রবন্ধে বলেছেন ... । সুতরাং এখানে আমি দেখালাম যে উৎস নির্দেশে পদবি আগে ব্যবহারের কোন আলাদা সুবিধে নেই।

আবার ধরা যাক একই সালে ১৯৯০ তে দুজন লিখেছেন যাদের পদবি এক। একজন আশুতোষ ভট্টাচার্য অপরজন কমল ভট্টাচার্য। এক্ষেত্রে উৎস নির্দেশ কিভাবে হবে?

APA, Chicago Manual অনুযায়ী (ভট্টাচার্য ১৯৯০)। কিন্তু বাংলা ভাষায় পৃথকীকরণ করার জন্য আমার প্রস্তাব উৎস নির্দেশ করা হোক (আশুতোষ ১৯৯০) এবং (কমল ১৯৯০)।

এর ব্যতিক্রম ও হতে পারে যেমন ১৯৯৬ সালে দেখা গেল দুজন লেখকের প্রথম নাম এক 'কমল সেন' ও 'কমল দাশ'। সেক্ষেত্রে উৎস নির্দেশ করতে হবে (কমল সে. ১৯৯৬) ও (কমল দা. ১৯৯৬)।

উৎস নির্দেশের ক্ষেত্রে কোনভাবেই বাবু, দা, মহাশয় এসব লেখা যাবে না। (সুনীতিবাবু ১৯২৬) না লিখে (সুনীতি ১৯২৬) ।

দুই বিভিন্ন ভাষার লেখক থাকলে কি হবে যেমন প্রবাল দাশগুপ্ত ও জোসেফ বায়ার? সেক্ষেত্রেও আমরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করব। (প্রবাল ও জোসেফ ২০০০)।

1.2 উৎস নির্দেশ পদ্ধতি

প্রশ্ন হল উৎস নির্দেশের ক্ষেত্রে পুরোনাম দেওয়া উচিৎ না প্রথম নাম বা পদবী ব্যবহার করা উচিৎ! ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে *APA style* ইত্যাদিতে পদবী *(সাল)* এইভাবে উৎস নির্দেশ এর কথা বলা আছে। *(মুখোপাধ্যায় ১৯৯২)* বাংলা রচনার ক্ষেত্রে জগমোহন

মুখোপাধ্যায় পুরোনাম উল্লেখের কথা বলছেন। কিন্তু প্রথম নাম ব্যবহার করলেও কোন সমস্যা নেই। এখানে বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতির উদাহরণ দিলাম।

1. *(ইসলাম ২০১২) APA sixth edition অনুযায়ী*
2. (ইসলাম ২০১২) chicago Manual *অনুযায়ী*
3. *(জগমোহন* মুখোপাধ্যায় ১৯৯২ *) অনুযায়ী (*শিবনাথ শাস্ত্রী ৯৫*)*
4. শিবনাথ *(*১৯৯৫*)* আমার পরামর্শ

1.3 গ্রন্থপঞ্জী

গবেষণা পত্রের ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জী নির্দেশ পদ্ধতি বেশ জটিল এবং মত পার্থক্য এবিষয়ে সবচেয়ে বেশি।

*জগমোহন (*মুখোপাধ্যায় ১৯৯২ *)* নিম্নলিখিত পদ্ধতির কথা বলেছেন -

১) বাংলা বই এর ক্ষেত্রে

আবু সৈয়দ আইয়ুব।১৯৭১। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা। ২য় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ।কলিকাতা, দে'জ।

২) ইংরেজি বই এর ক্ষেত্রে

Thompson, Edward. 1948. Rabindranath Tagore:Poet and Dramatist. 2nd rev and reset.London, OUP.

এটি APA sixth edition এর সঙ্গে তুলনীয়।

ভট্টাচার্য, ত. *(*২০১২*).* গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ. কলকাতা *:* প্রজ্ঞাবিকাশ.

*(*মুখোপাধ্যায় ১৯৯২ *)* এর সমস্যা হল বিন্দুর পরিবর্তে '।' এর ব্যবহার। *আর* বাংলা এবং ইংরেজি বইএর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা পদ্ধতি।

এবারে দেখা যাক আর কে কি বলেছেন*?* (গোস্বামী ১৯৮৯) তে একই কথা বলা হয়েছে। (পৃঃ৪৭)। জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটির (Guideline for Contributors 2011) তে নিম্ন আকারে নির্দেশ আছে-

H.V. Trivedi, "The Geography of Kautilya", Indian Culture, vol1, 202ff.

এতে অবশ্য আগে প্রকৃত নাম পরে পদবী।

BIS (INFORMATION AND DOCUMENTATION- BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 2009) এ আগে পদবি পরে নাম

HALDANE. JBS

(ইসলাম ২০১২) রেফারেন্সিং এর ক্ষেত্রে reverese rendering এর কথা বলেছেন মানে আগে পদবি তার পর প্রকৃত নাম। কিন্তু মুসলমান লেখকদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি না নেওয়ার কথা বলেছেন। এটাও অসুবিধেজনক। কারণ আমরা সব ক্ষেত্রেই অনুরূপ পদ্ধতি চাই।

আমাদের আসল সমস্যা হল বাংলায় একাধিক একই পদবিধারী ব্যাক্তি পাওয়া যায় ফলে পদবি আগে রাখলে গ্রন্থপঞ্জি বুঝতে সমস্যা হয়। ধরা যাক ১৯৯০ তে নসু দাস লিখছেন আবার যদু যদু দাসও লিখেছেন। reverese rendering করলে দাঁড়ায় -

- দাস ১৯৯০
- দাস ১৯৯০

সেক্ষেত্রে (ইসলাম ২০১২) বলছেন এভাবে

দাস -১ নসু দাস, গান, যা.বি, কলকাতা, ১৯৯০

দাস -২ যদু দাস, ছড়া, ক.বি, কলকাতা, ১৯৯০

এটিও বেশ জটিল। আমাদের এই সমস্যা যেমন দূর করতে হবে। উৎস নির্দেশের ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব-

(নসু ১৯৯০) বা (যদু ১৯৯০)। প্রচলিত স্টাইলশিটগুলোতে আমরা (নসু ১৯৯০) সরাসরি উৎস নির্দেশ তৈরি করতে পারিনা। কিন্তু সেটা প্রযুক্তিগত সমস্যা। এবারে সেই আলোচনায় আসব।

1.3.1 মাইক্রো সফট ওয়ার্ড-এর স্টাইল শিট গুলোর তুলনামুলক আলোচনা

এখন আমরা মাইক্রো সফট ওয়ার্ড প্রসেসরে কি কি অপশন পাওয়া সেগুলো আলোচনা করব।

উৎস নির্দেশের ক্ষেত্রে আমরা যে অপশনগুলো পাব তা হল এই চার ধরণের

আপা	*শিকাগো*	*আই।ই।ই।ই*	*এম।এল।এ*
(গোস্বামী, ১৯৮৯)	*(গোস্বামী ১৯৮৯)*	*(১)*	*(গোস্বামী)*

কোন টার ক্ষেত্রেই নাম দিয়ে উৎস নির্দেশ করা যায়না। কিন্তু আমরা যদি (শিবনাথ ১৯৯৫) আনতে চাই তাহলে আমাদের একটা নতুন স্টাইলশিট দরকার। যতক্ষণ না সেটা তৈরি হচ্ছে আমরা আপাতত যখন গ্রন্থপঞ্জী তৈরি করব তখন নামের জায়গায় পদবী ও পদবীর জায়গায় নাম লিখে একটা সমাধান তৈরি করতে পারি। এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি ৩ নং পর্যায়ে। (দ্রঃ কিভাবে গ্রন্থপঞ্জী ও উৎসনির্দেশ তৈরি করব?)

গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে আগে নাম পরে পদবী প্রচলিত স্টাইল শিটগুলোর মধ্যে কোনটাতে পাওয়া যায়? একমাত্র (IEEE Editorial Style Manual 2006) তে ফর্মাট নিম্নরূপ -

[1] ত. ভট্টাচার্য, গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ, কলকাতা *:* প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১২.

আর কোন স্টাইলশিট এই আগে নাম পরে পদবী পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ

আপা ষষ্ঠ (সং)	*শিকাগো ম্যানুয়াল পঞ্চদশ (সং)*
মুখোপাধ্যায়, জ. (১৯৯২). গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা. কলকাতা: আনন্দ.	*মুখোপাধ্যায়, জগমোহন. গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা. কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯২.*

IEEE এর অসুবিধে হল মাত্রা থাকলে সেটি পাওয়া যাবে না। যেমন তারক এখানে ত। দেখাচ্ছে। রাজা হলে র। আসবে যেটি কাম্য নয়। আমাদের তো তারক , রাজা চাই। কিন্তু এই স্টাইলশিট এর অন্য সুবিধে আছে বৈকি? যেমন এতে রেফারেন্সের নাম্বার পাওয়া যাচ্ছে। আলাদা করে ম্যানুয়াল নাম্বারিং করতে হচ্ছে না।

এই পর্যায়ে ওয়ার্ডে যে সব স্টাইল শিট পাওয়া যায় তাদের একটা ধারাবাহিক আলোচনা করেছি। বাংলার ক্ষেত্রে এদের কোনটি কত কার্যকর তা নিচের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে।

1.3.1.1আপা

ভট্টাচার্য, ত. *(২০১২). গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ.* কলকাতা *:* প্রজ্ঞাবিকাশ.

1.3.1.2শিকাগো ম্যানুয়েল (1906)

ভট্টাচার্য, তারকনাথ. গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ. কলকাতা *:* প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১২.

1.3.1.3 জি বি ৭৭১৪

ভট্টাচার্য, তারকনাথ. ২০১২. *গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ.* কলকাতা *:* প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১২.

1.3.1.4গোস্ট

ভট্টাচার্য তারকনাথ গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ *[Book].* - কলকাতা *:* প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১২.

1.3.1.5আই ই ই ই ২০০৬

ত. ভট্টাচার্য, গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ, কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১২.

1.3.1.6 আই এস ও 690

ভট্টাচার্য, তারকনাথ. ২০১২. *গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ.* কলকাতা *:* প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১২.

1.3.1.7এম এল এ

ভট্টাচার্য, তারকনাথ. গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ. কলকাতা*:* প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১২.

1.3.1.8সিস্টো 02-2007

ভট্টাচার্যতারকনাথ *গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ.* কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১২.

1.3.1.9 তুরাবিয়ান (1937).

ভট্টাচার্য, তারকনাথ. গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ. কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১২.

1.4 **আমাদের প্রয়োজন নিম্নরূপ**

[১]প্রথমনাম দ্বিতীয়/শেষ নাম, বইয়ের নাম, [বই/পত্রিকা/ওয়েবপেজ],শহর:প্রকাশক, সাল

word এ যে স্টাইলশিট গুলো আছে তাদের কোনটাই বাংলা বা ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

2 বাংলা স্টাইলশিটের রূপরেখা

কি কি পাওয়া যাচ্ছে	কি কি লাগবে
IEEE থেকে নাম্বারিং আগে প্রথম নাম তারপর দ্বিতীয় নাম	প্রতিটা ফিল্ড আলাদা করার জন্য (.) এর পরিবর্তে (,) প্রয়োজন
GOST NAME SORT থেকে কি ধরনের reference যেমন বই না ওয়েবসাইট সেটা সহজে পাওয়া যায়।	
শেষে সাল পাওয়া যাচ্ছে Turabian, MLA, Chicago ইত্যাদি থেকে	*বর্তমানে manage source অপশনে সরাসরি বাংলায় লিখলে দেখা যায়না , ইউনিকোড সমস্যা আছে*
	bibliography , works cited ইত্যাদির জায়গায় গ্রন্থপঞ্জী হেডিং এসব তৈরি করা আবশ্যিক

2.1.1 তথ্য উপস্থাপন

কিভাবে তথ্য উপস্থাপন করা উচিৎ? যদি একটা ভিন্ন ভাষার থেকে উদাহরণ দিতে হয় এটাও জরুরি প্রশ্ন। এপ্রসংগে journal of *Asiatic Society* এ বলা হয়েছে ধবনিগত পদ্ধতি (*spelt phonetically*) অনুসরণ করার। এবিষয়ে সবথেকে গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হল *international phonetic alphabet*। এটিও ফোনেটিক কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত। *IPA* ডাউনলোড করা যায়

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=uniipakeyboard থেকে । *(IPA Unicode Keyboards 2003)*

যেমন water [wa:tə] , জল [dzɔl]

2.1.2 ট্রান্সলিটারেশন

BIS বা (INFORMATION AND DOCUMENTATION- BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 2009) এ কোন অন্য ভাষার বই ব্যবহার করলে তার অনুবাদ [ ] এর মধ্যে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

2.2 ফন্ট ও টাইপিং সফটওয়্যার

বাংলায় কি ফন্টে লিখবেন সেটা ভাববার বিষয়। প্রথম সমস্যা ফন্ট যদি ইউনিকোড সাপোর্টেড না হয় তাহলে সর্বনাশ! কি সর্বনাশ তা আমি আপনি সবাই অল্প বিস্তর জানি। এবার দেখা যাক কি কি আছে আমাদের ভান্ডারে? অনেকেই টাইপ করার জন্য ব্যবহার করেন *BANGLA WORD v*1.9 *(Bangal word v1.9 2013)*।

2.2.1 বাংলা ওয়ার্ড: অসুবিধের কথা

1. আলাদা একটা ওয়ার্ড প্যাডে লিখে তারপর ওয়ার্ড এ কপি পেস্ট করার ঝামেলা
2. ফাইল সেভ করতে হয় *.bwd, .rtf, .htm* ইত্যাদি *extension* এ। সেটাও কাম্য নয়। হয় সরাসরি *.doc/.docx* বা *.pdf* এ সেভ করার *option* থাকা প্রয়োজন।

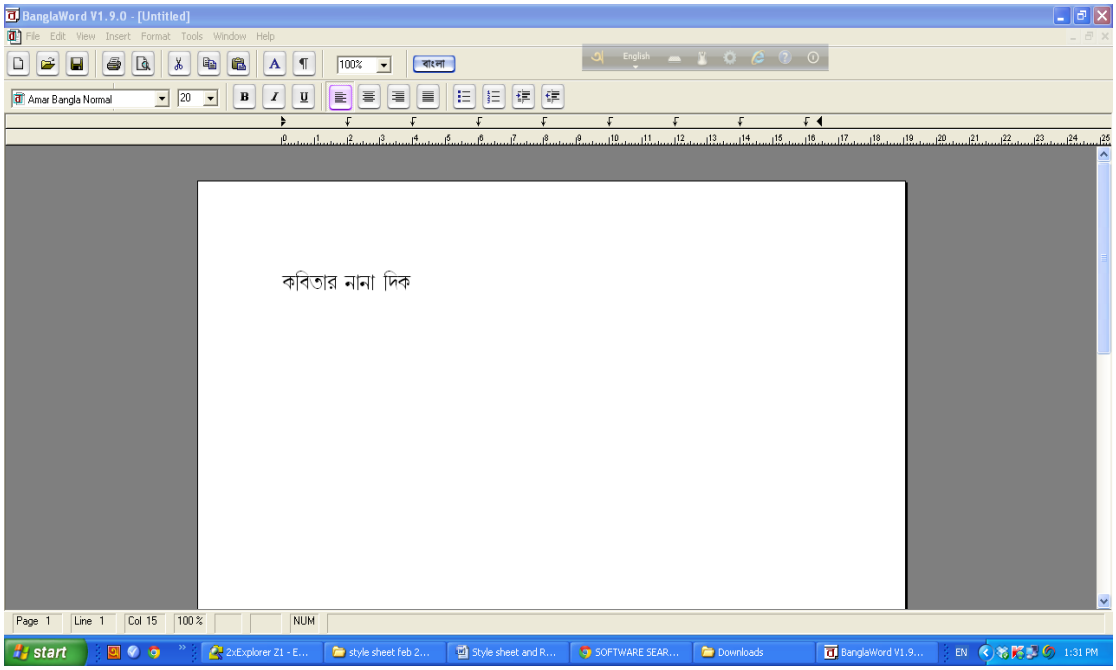

Figure 1 **বাংলা ওয়ার্ড**

এই মুহুর্তে সবথেকে জনপ্রিয় বাংলা টাইপিং সফটওয়্যার অভ্র (*avro*)। এটি তৈরি করেছেন মেহদি হাসান খান, নাম দিয়েছেন *Avro phonetic keyboard* (*https://www.omicronlab.com/avro-keyboard.html*) ।

2.2.2 বাংলা টাইপিং সফটওয়্যার অভ্র : সুবিধের কথা

- অভ্র-এর সবচেয়ে সুবিধের দিকটি হল এই কিবোর্ড টি *phonetic.* অর্থাৎ উচ্চারণ অনুযায়ী এর মাধ্যামে টাইপ করা যায়। ফ লেখার জন্য *ph* টাইপ করলেই হয় , মনে রাখা সহজ।
- অভ্র দিয়ে সরাসরি *word file* এ লেখা যায়, *copy* , *paste* এর ঝামেলা নেই।
- অভ্র বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং এর যাবতীয় ফন্ট ইউনিকোড সাপোর্টেড।

2.2.3 শুধুই কি সুবিধে??

- *section numbering* অথবা *page numbering* এর ক্ষেত্রে ইংরেজি থেকে বাংলায় আনা যায় না কেননা এরকম কোন সুযোগ *Microsoft word* এ *in-built* থাকেনা।
- *caption/figure/table* নাম্বারিং এর ক্ষেত্রেও সেই এক সমস্যা ।
- কোলন এবং (.) লেখার সমস্যা।
- নাম্বারিং বাংলায় করা যায়না।

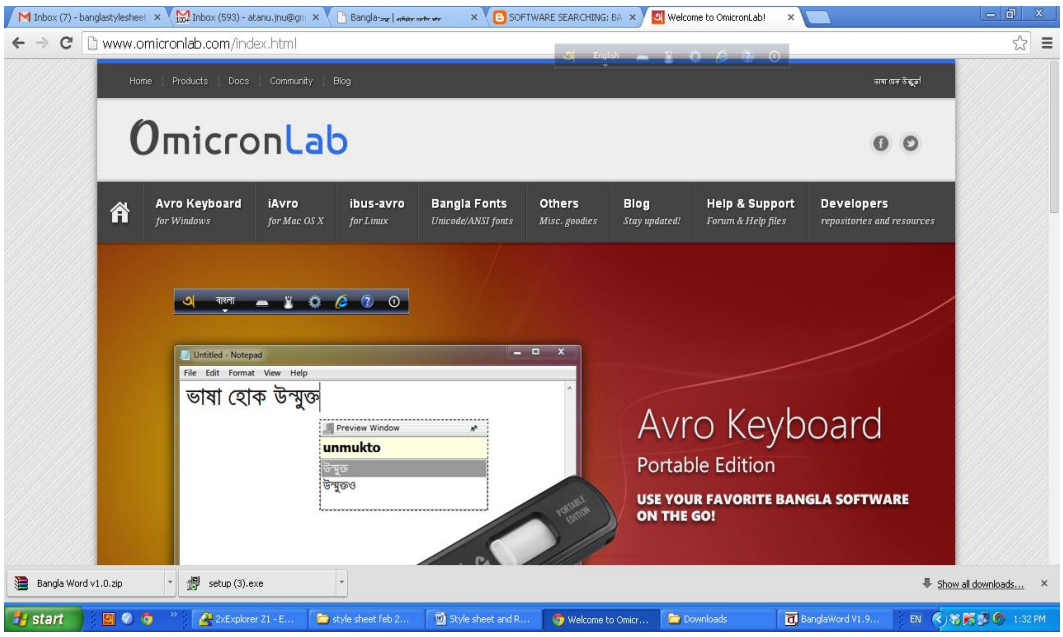

Figure 2 অভ্র

2.2.4 ভারতীয় ভাষার সফটওয়্যার বরাহ *৮.0*

- এটিও ফোনেটিক কিবোর্ড ফলে আলাদা করে *layout* মনে রাখার প্রয়োজন হয় না।
- *avro* এর *numbering* সংক্রান্ত সমস্যা এর দ্বারা দূর করা যায়।
- ফন্ট সেক্ষেত্রে *BRH-BENGALI* ব্যবহার করতে হবে।

এতেও **কিছু অসুবিধে** আছে যেমন –

- বিভিন্ন ফন্ট ব্যবহার করা যাবেনা শুধু *brh-bengali* ই ব্যবহার করতে হবে।
- *barah ৮.0* ভার্সান পর্যন্ত *free download* করা যায় এরপর সেটি এখন আর *freely* পাওয়া যায় না।
- *brh Bengali*-র অসুবিধে হল ইংরেজি ও বাংলা ভাষা পাশাপাশি টাইপ করা যায়না ।

Figure 3 **বরাহ**

2.3 উপায়

কি বিকল্প আমাদের হাতে আছে? যারা *mac system* ব্যবহার করেন তাদের ক্ষেত্রে *Unicode* ফন্ট সমস্যা তত প্রকট নয় সমস্যা *windows system* এ কিছু বেশি। আবার যারা *latex* ব্যবহারে অভ্যস্ত তাদেরও এই সব সমস্যা বেশ কম। তবে *latex science* বা *technology* তে যতটা জনপ্রিয় ততটা হয়তো *humanities* বা *social science* এ নয়। সুতরাং এক্ষুনি সকলকে *latex* এর প্রশিক্ষণ দিয়ে গবেষণার কাজ চালানো যেতে পারে।

latex system ব্যবহার প্রসঙ্গে অধ্যাপক পলাশ বরণ পাল এর গবেষণা অনস্বীকার্য। (দ্রঃ *http://www.saha.ac.in/theory/palashbaran.pal/bangtex/bangtex.html)*

(পলাশ বরণ পাল, ২০০১) Latex system জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে তিনি খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে *latex* উইন্ডোস এর মত *user friendly* নয়।

আর একটা কাজ হতে পারে barah ৮.0 ব্যবহার করে কাজ চালানো। কিন্তু এটি শুধুই কাজ চালানো। সকলের পক্ষে এই সফটওয়্যার কিনে ব্যবহার করা অসম্ভব। বিশেষতঃ ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের প্রয়োজনের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

Windows system-এ এক্ষুনি কিছু পরিবর্তন আনলে এই সমস্যার অনেকাংশে সমাধান লাভ সম্ভব। যেমন কিছু *plug in* জুড়ে দিলে কাজ হবে। ইউনিকোড ফন্ট জুড়বার সময়ই সেকশন হেডিং, পেজ নাম্বারিং, ক্যাপশন নাম্বারিং পরিবর্তন করার *option* থাকতে হবে। ফন্ট ও কিবোর্ড প্রসঙ্গে অধ্যাপক তন্ময় বীর, অভিজিত গুপ্ত এবং অনুপম বসুর আলোচনা লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশেও যে সমস্ত কাজ হয়েছে সেগুলো থেকেও আমাদের সমাধান সূত্র বের করতে হবে।

2.4 ফরম্যাট

2.4.1 পেজ মার্জিন/ সাইজ/ স্পেস/ ফন্ট সাইজ

(ভট্টাচার্য ২০১২) গবেষণাধর্মী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে A4 (১১.৪”x ৮.৮”) সাইজের কাগজ নেওয়ার কথা বলেছেন। অন্যান্য স্টাইল শিট এর ক্ষেত্রে A4 সাধারণতঃ গৃহীত সাইজ। থিসিসের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা আছে যেমন A4 landscape সাইজে দুটি কলামে লেখা যেতে পারে।

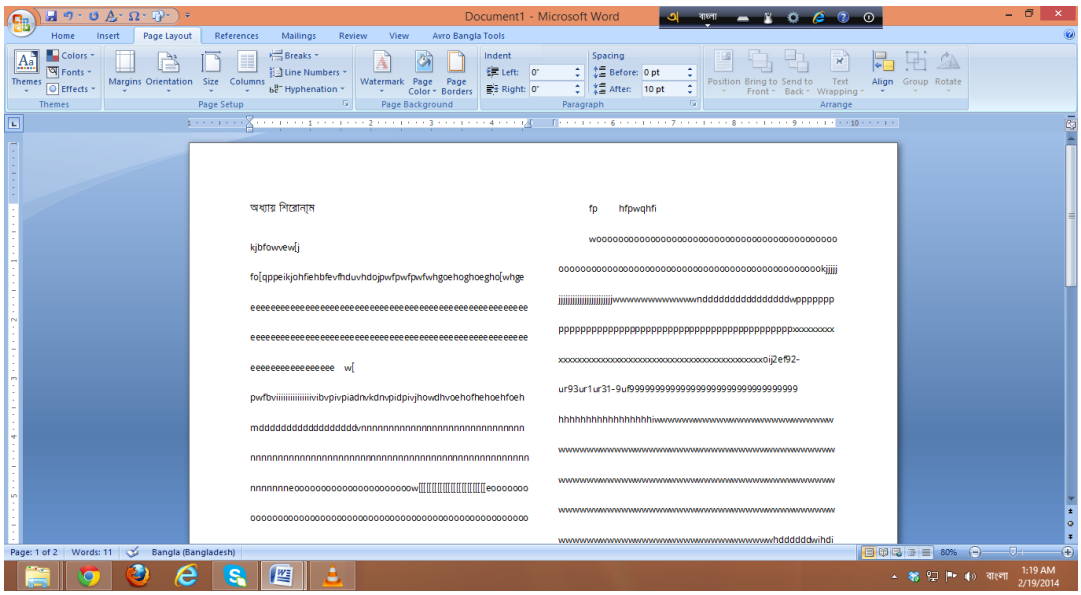

Figure 4 A4 landscape এ থিসিস/ ডিসার্টেশন

পেজ মার্জিন ওয়ার্ড এর *custom margin* থেকে ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে। গবেষণা পত্রের ক্ষেত্রে *(ভট্টাচার্য ২০১২)* উল্লেখ করেছেন ১।৫" উপরে, নিচে ও বাম দিকে আর ১" ডানদিকে।

স্পেসএর ক্ষেত্রে থিসিস বা গবেষণা পত্র *double space* এ টাইপ করবার নিয়ম। অন্যান্য গবেষণা মূলক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে স্পেস আলাদা হতে পারে। *double space* শিরোনাম থেকে শুরু করে অনুচ্ছেদ, উদ্ধৃতি, সার সংক্ষেপ, ফুটনোট, এন্ড নোট সব ক্ষেত্রেই রাখতে হবে। শুধুমাত্র টেবিল বা সারণীর ক্ষেত্রেই *1.5* স্পেস রাখা চলে।

(Turabian 1996) থিসিস বা গবেষণা পত্রের ক্ষেত্রে খুব জাঁকজমক যুক্ত ফন্ট ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে *times new roman* আর *courier* গৃহীত

ফন্ট। সাইজ সাধারণতঃ ১২[3] রাখলে ভালো এবং তা একই রাখতে হবে পুরো *text* এর ক্ষেত্রে। হেডিং ও সাবহেডিং এর সাথে মুল টেক্সট এর সাইজ আলাদা করলে চলবেনা। কোথায় আলাদা করা যেতে পারে? *Abstract* আর উদ্ধৃতির[4] ক্ষেত্রে এক সাইজ কম রাখা যেতে পারে। *linguistic data* এর জন্য ১১ ফন্ট সাইজ রাখা যেতে পারে।

2.4.2 দৈর্ঘ্য

আকার নিয়ে প্রশ্ন প্রায় সকলের। *Asiatic society* এর জার্নালে *প্রবন্ধ* ৫০০০-৮০০০ শব্দের মধ্যে চাওয়া হয়। এর সঙ্গে ১০০ শব্দের একটি সার সংক্ষেপ আবশ্যিক। থিসিসের জন্য *(*ভট্টাচার্য ২০১২*)* এর দাওয়াই ১০০- ৩০০ পাতা। সার সংক্ষেপ আবশ্যিক। (পৃ-১০)

2.4.3 টাইটেল, লেখক পরিচিতি

থিসিসের ক্ষেত্রে টাইটেল পেজ আলাদা থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রফর্মা থাকে।

গবেষণা পত্রের ক্ষেত্রে প্রথমে টাইটেল *bold* এ লেখার নিয়ম।

2.4.4 একের বেশি শিরোনাম

যদি একের বেশি শিরোনাম থাকে বা শিরোনাম একাধিক ভাষায় থাকে তাহলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ টাইটেলটি আগে দিতে হবে।

টাইটেল পেজেই *running head* দিতে হবে। রানিং হেড হল গবেষণা পত্রের শিরোনাম যেটি সমগ্র গবেষণা পত্রের উপরে থাকবে। যেমন আমার এই গবেষণা পত্রের রানিং হেড "প্রাথমিক খসড়া/ বাংলা স্টাইল শিট এর রেখচিত্র / অতনু ২০১৪/স্কুল অফ ল্যাংগুয়েজেস ও লিঙ্গুইস্টিকস/ যা.বি."।

---

[3] apa citation এর ক্ষেত্রে times new roman, 12 ফন্ট সাইজ ই গ্রহণযোগ্য

[4] (SLAVONICA Style Sheet for Authors and Reviewers 2001)

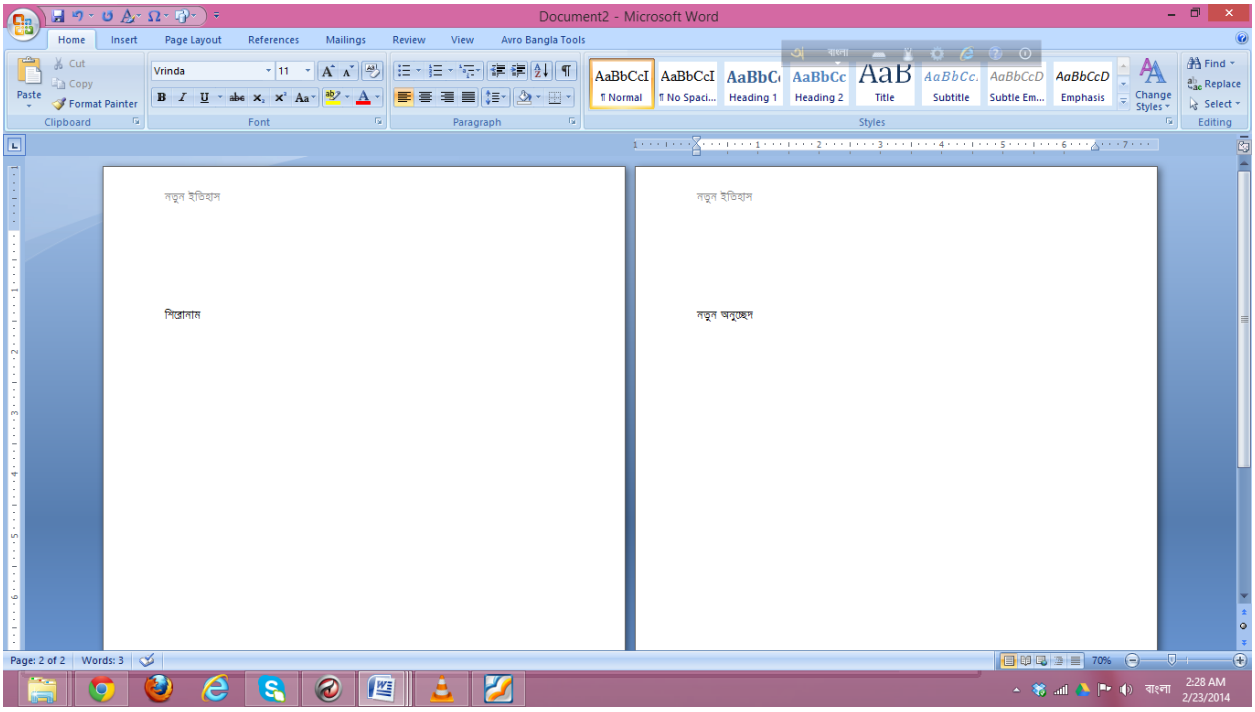

2.4.5 সাব টাইটেল

একটি সাব টাইটেল দেওয়া যেতে পারে যদি সেটা প্রয়োজনীয় হয়। বুক রিভিউ বা সমালোচনা মূলক লেখার এর ক্ষেত্রে এটির দরকার হয়। একটি বিষয় ঠিক করে নিতে হবে এখানে। *sub title* টি বক্রলেখ এ থাকলে ভালো না প্রথম বন্ধনীতে ! বাংলা ফন্ট এ যেহেতু ভালো কোন বক্রলেখ ফন্ট নেই সুতরাং প্রথম বন্ধনী চলতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ : বাংলা ভাষার ধ্বনি সমষ্টি (*phonemes of Bangla language*)

2.4.6 কি ওয়ার্ড *(Key word)*

থিসিস বা গবেষণা পত্রের ক্ষেত্রে কতগুলি বিশেষ শব্দ দিতে হয় যেটি গবেষণা পত্রের মূল বিষয় বস্তুকে বুঝতে সাহায্য করে।

উদাহরণ স্বরূপ

বাংলা ভাষার ধ্বনি সমষ্টি

কি ওয়ার্ড- ধ্বনি, বাংলা ভাষা

2.4.7 ফুটনোট না এন্ডনোট

উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে । নাম্বারিং করে দিতে হবে।

2.4.8 প্রকাশকের/প্রকাশনা সংস্থার নামঃ

BIS2009 বা APA, Chicago Manual সবক্ষেত্রেই প্রকাশনা সংস্থার নাম সংক্ষেপে লেখা যেতে পারে। যেমন OUP, oxford University Press এর জন্য, দেসাকু বা দে.সা.কু. দেব সাহিত্য কুটীর এর জন্য। দে'জ পাবলিশিং বা আনন্দ পাবলিশার্সের ক্ষেত্রে দে'জ বা আনন্দ লেখা যেতে পারে।

2.4.8.1একাধিক প্রকাশনা সংস্থা

একাধিক প্রকাশনা সংস্থা থাকলে সবকটি দেওয়ার নিয়ম বা যে edition এর বই ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রকাশকের নাম দিতে হবে।

2.4.8.2প্রকাশনা সংস্থার নাম অজানা

প্রকাশনা সংস্থার নাম না জানা থাকলে কি বাদ দিয়ে দেবেন! না প্রকাশক/প্রকাশনা অজ্ঞাত সেটি উল্লেখ করতে হবে। জনৈক খ্যাতনামা ব্যাক্তির বা প্রকাশনা বলে চালাবার দিন এখন শেষ।

2.5 সাল অজানা

ইংরেজিতে সাল অজানা থাকলে (n.d.)বা no date লিখতে হয়। বাংলাতেও সাল অজানা বা অজ্ঞাত লিখতে হবে। যদি অনুমানের প্রয়োজন থাকে তাহলে আনুমানিক সাল বলে লিখতে হবে। যদি অপ্রকাশিত রচনা হয় তাহলে অপ্রকাশিত আর যদি ভবিষ্যতে প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে তাহলে প্রকাশ্য বা সম্ভাব্য কথাটা অপরিহার্য।

2.6 বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জি

এখানে বিভিন্ন আঙ্গিক ধরে রেফারেন্সিং এর বিষয় দেখানো হল।

[১] প্রথমনাম দ্বিতীয়/শেষ নাম, বইয়ের নাম, [বই],শহর:প্রকাশক, সাল

[১] তারক দাশ, বিনয় রায় ও নবি আহমেদ, বইয়ের নাম,[বই],শহর:প্রকাশক, সাল, ৫ম পরিশোধিত সংস্করণ, সাল

চারের বেশি থাকলে

[১] প্রথম লেখকের নাম ও অন্যান্য, বইয়ের নাম,[বই] শহর:প্রকাশক, সাল, ৫ম পরিশোধিত সংস্করণ, সাল

সম্পাদিত বা অনুদিত বই এর ক্ষেত্রে

অনুবাদকের/সম্পাদকের নাম, বইয়ের নাম,[বই], লেখকের নাম, শহর:প্রকাশক, সাল

অধ্যায়

[১] তারক দাশ, বিনয় রায় ও নবি আহমেদ, 'অধ্যায়ের নাম', [বই] বইয়ের নাম, শহর:প্রকাশক, সাল, পৃ. ২৩-৪৪

2.6.1 পত্রিকা

[১] তারক দাশ, বিনয় রায় ও নবি আহমেদ, 'লেখাটির নাম', [পত্রিকা] পত্রিকার নাম, সম্পাদকের নাম, শহর:প্রকাশক, সাল, পৃ. ২৩-৪৪

2.6.2 থিসিস ডিসার্টেশন বা রিপোর্ট

প্রথম নাম দ্বিতীয় নাম/শেষ নাম, থিসিসের নাম, [রিপোর্ট/থিসিস], অ্যাকসেশন নং. শহর:প্রকাশক, সাল

অপ্রকাশিত হলে

[১] প্রথম নাম দ্বিতীয় নাম/শেষ নাম, থিসিসের নাম, [রিপোর্ট/থিসিস], অ্যাকসেশন নং. শহর: বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, অপ্রকাশিত

2.6.3 মিটিং এর কার্যবিবরণী বা উপস্থাপিত গবেষণা পত্র/ প্রদর্শিত গবেষণা পত্র

[১] তারক দাশ, বিনয় রায় ও নবি আহমেদ, পেপারের নাম, [পেপার], সভাপতির নাম, মিটিং/সেমিনারের নাম, শহর: সংগঠনের নাম, সাল

বা

[১] তারক দাশ, বিনয় রায় ও নবি আহমেদ, পেপারের নাম, [পেপার], xx সেমিনারে উপ্সথাপিত/ প্রদ্ররশিত , শহর: সংগঠনের নাম, সাল

2.6.4 বুক রিভিউ

[১] রিভিউয়ারের নাম, 'রিভিউয়ের শিরোনাম',[রিভিউ] বইয়ের নাম, লেখকের নাম, যে বইতে/জার্নালে প্রকাশিত, সম্পাদকের নাম, সাল, পৃ. ৩৪-৫৭

2.6.4.1 মুভি রিভিউ

[১] রিভিউয়ারের নাম, 'মুভির শিরোনাম',[রিভিউ] প্রযোজকের নাম, নির্দেশকের নাম, প্রোডাকশন হাউসের নাম , যে কাগজে প্রকাশিত, সাল, পৃ. ৩৪-৫৭

2.6.5 অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম

2.6.5.1 *চলচ্চিত্র*

[১] প্রযোজকের নাম, নির্দেশকের নাম, চলচ্চিত্রের নাম, [চলচ্চিত্র] স্থান: স্টুডিওর নাম , সাল

2.6.5.2*CD*

[১] আবাসউদ্দিনের গান, নিখিল বসু(তবলা), বসুপাড়া স্টুডিওতে রেকর্ডেড, সাল

2.6.5.3*সফটওয়্যার*

[১] বাংলা ওয়ার্ড, [Computer software] , (Version 2) ঢাকা: বাংলাদেশ

2.6.5.4অপ্রকাশিত লেখা

[১] প্রথম নাম দ্বিতীয় নাম/শেষ নাম, পান্ডুলিপির নাম, [পান্ডুলিপি],অপ্রকাশিত বা প্রকাশিতব্য[5]

2.6.5.5 সংরক্ষিত নথি ও সংগ্রহ

[১] প্রথম নাম দ্বিতীয় নাম/শেষ নাম, সংরক্ষিত নথির নাম, [নথি/সংগ্রহ], *http://www.amarboi.com* থেকে সংগৃহীত, ২২/০২/২০১৪[6]

---

[5] প্রকাশিতব্য হলে স্থান:প্রকাশনা সংস্থা

[6] যদি website টির রচনাকাল থাকে তাহলে সেটি বা date of access।

2.6.6 ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত উপাদান

2.6.6.1 *ওয়েবসাইট*

[১] গুগুল প্রাইভেসি পলিসি [ওয়েব], http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html, সন

2.6.6.2 *ব্লগ পোষ্ট*

[১] প্রথম নাম দ্বিতীয় নাম/শেষ নাম, আমার ব্লগ, [ব্লগ], http://www.amarblog.com থেকে সংগৃহীত, ২২/০২/২০১৪

2.6.6.3 *ইন্টারনেট মেসেজ/ ফেসবুক/ টুইটার*

[১] রমা দাস, 'জ্ঞান চর্চা ও বিকাশ',[মন্তব্য/স্ট্যাটাস], আমাদের কথা, *http://www.amar*forum*.com থেকে সংগৃহীত, ০২/০২/২০১৪*

2.6.6.4 ভিডিওব্লগ পোষ্ট

[১] রমা দাস, 'জ্ঞান চর্চা ও বিকাশ',[মন্তব্য], আমাদের কথা, *http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQX থেকে সংগৃহীত, ০২/০২/২০১৪*

2.6.7 পেটেন্ট

[১] পেটেন্টির নাম, [পেটেন্ট], পেটেন্ট আপ্লিকেশন নং, ২০০২, প্রকাশের সাল ২০০৫

2.7 শুরুর শেষ কথা

বেশ কিছু বিষয় যেগুলো আলোচনা করা বাকি থাকল যেমন নির্ঘন্ট, বানান, *সংখ্যা , বর্ষ তারিখ লিখন পদ্ধতি*[7], *ছেদ যতি চিহ্নের ব্যবহার।* সেগুলো কর্মশালার মাধ্যমে ঠিক করা যেতে পারে| আমি মুলতঃ যে সাধারণ ফর্মাটের কথা বলছি তা হল -

(প্রথম নাম দ্বিতীয় নাম/শেষ নাম/পদবী), বিষয় বস্তুর নাম, [বিষয়], স্থান: প্রকাশক, সাল।

এতসব করে একটি বাংলা গবেষণা পত্র তৈরি করেও নিস্তার নেই কারণ বাংলা প্রকাশনা সংস্থাগুলো যে সফটওয়্যার ব্যবহার করে তাতে আপনার লেখা শুধুই কতগুলো কালো চৌকো বাক্সের মত দেখাতে পারে| সেটার জন্য প্রযুক্তিগত বিষয় গুলো ভেবে দেখার| এই মুহুর্তের কাজ হল আমাদের গবেষণাকে আবেগ সর্বস্বতার থেকে বস্তু নিষ্ঠতার দিকে নিয়ে যাওয়া| অন্য কাজটি হল MS wordএ একটা বাংলা বা ভারতীয় ভাষার স্টাইলশিট জুড়ে দেওয়া|

2.7.1 ব্যবহারিক সমস্যা

- পরিচ্ছেদ ক্রমাঙ্ক বর্তমানে বাংলায় সরাসরি টাইপ করা যায়না। যে কারণে আমাকে এখানে রোমান নাম্বারিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হয়েছে।
- হেডিং, পেজ নাম্বারিং ইত্যাদিও সহজে করা যায় না। করা গেলে সময় এবং রিসোর্স দুইয়েরই সাশ্রয় হত।

---

[7] (মুখোপাধ্যায় ১৯৯২) অধ্যায় ৩ দ্র. ২৮-৩২ এবং (ইসলাম ২০১২) পরিশিষ্ট ২ পৃ. ৯৪-৯৭।

2.7.2 প্রুফ সংশোধন

যদি আমরা অভ্র সফটওয়্যারের মাধ্যমে লিখি তাহলে বেশির ভাগ সময় বানানের সাজেশন চলে আসে যেখান থেকে সহজেই বানান ভুল অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়। এছাড়া এর একটি নিজস্ব স্পেল চেকার রয়েছে যেটার সাহায্যে বানান সংশোধন করে নেওয়া যায়।

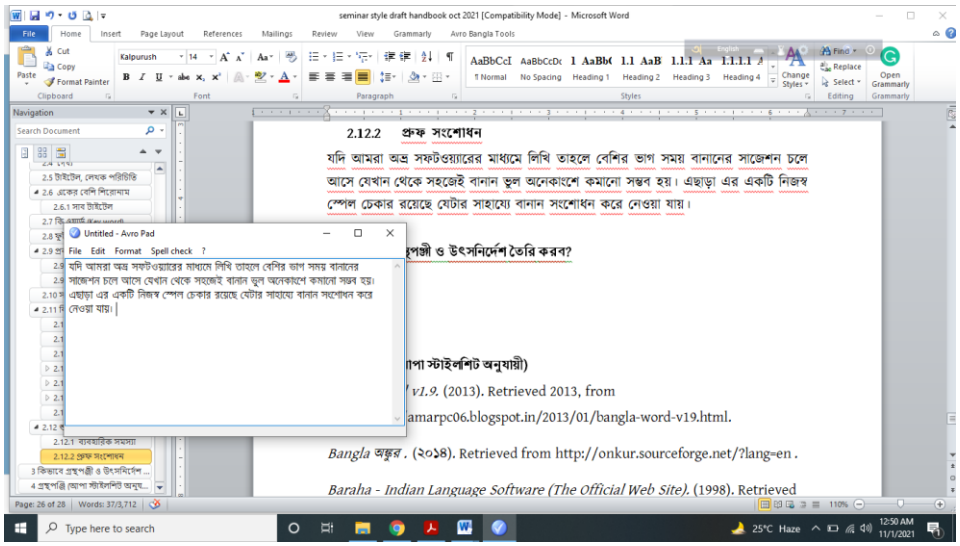

এর জন্য ctrl+Fn+F7 প্রেস করলে একটা নতুন নতেপ্যাড ফাইল খুলে যায় সেখানে document টি কপি পেস্ট করার মাধ্যমে সংশোধন করে নেওয়া যায়।

3 কিভাবে গ্রন্থপঞ্জী ও উৎসনির্দেশ তৈরি করব?

এই অংশে আমি দেখাব কিভাবে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে গ্রন্থপঞ্জী ও উৎসনির্দেশ তৈরি করব। প্রথমে আমরা References ট্যাবটিতে যাব। সেখানে গিয়ে আমরা ক্লিক করব manage sources, এবং প্রথমে ব্ল্যাংক উইন্ডো পাব যদি আগে থেকে আমাদের সিস্টেমে কোন গ্রন্থপঞ্জী না যোগ করা থাকে।

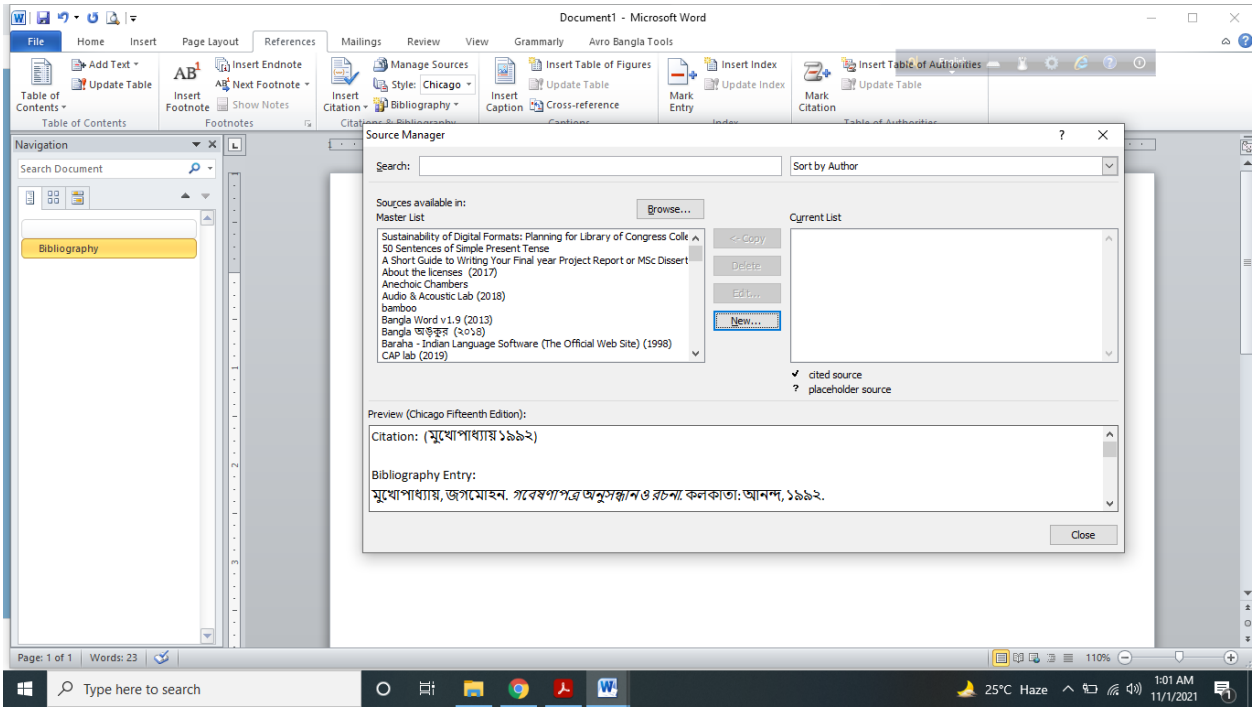

দুরকম লিস্ট থাকে master list আর current list । যেহেতু আমার সিস্টেমে আগে থেকে রেফারেন্স অ্যাড করা আছে তাই আমাকে সুধু সিলেক্ট করতে হবে কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে আগে মাস্টার লিস্ট তৈরি করতে হবে তাহলেই কারেন্ট লিস্ট তৈরি হবে। কারেন্ট লিস্ট হল বর্তমান গবেষণা পত্রের জন্য আর মাস্টার লিস্ট ভবিষ্যতের জন্য। এবারে আমি একটা গ্রন্থপঞ্জি অ্যাড করব। ধরা যাক সেটা হল-

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ঠাকুমার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬৬

প্রথমে type of source থেকে বই নির্বাচন করব। তারপর টাইপ করব।

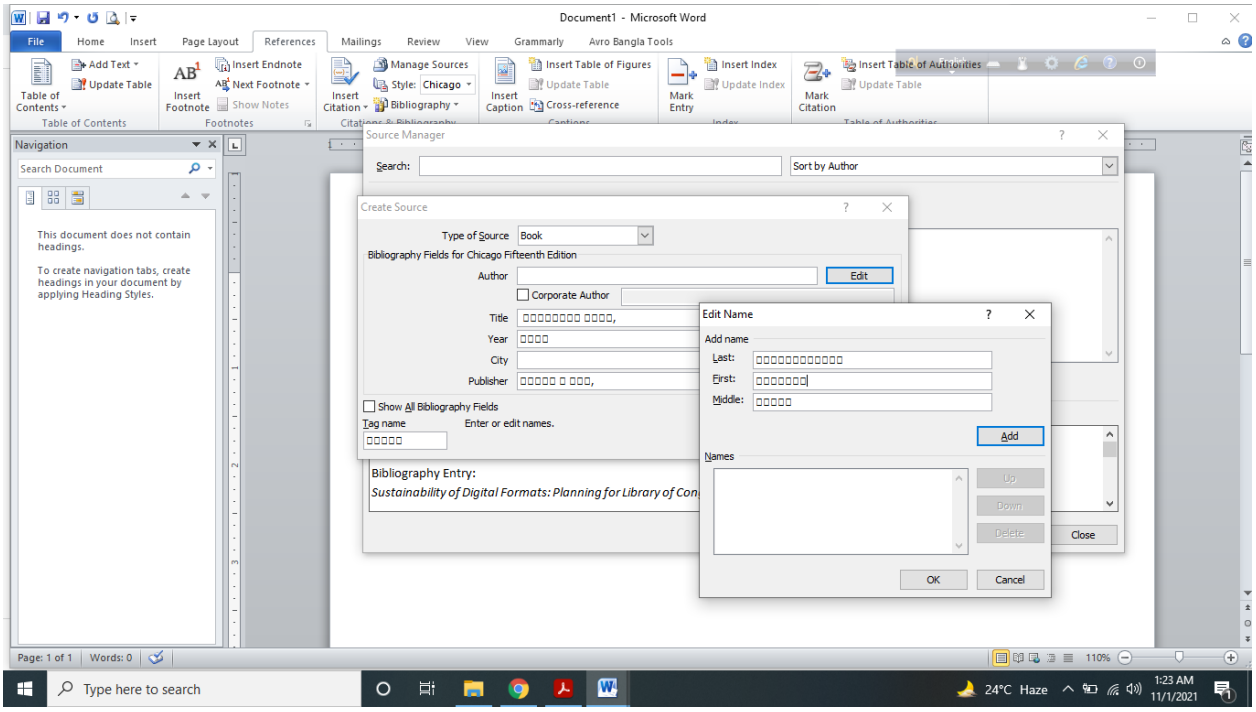

যেহেতু এখানে বাংলায় লেখার অপশন নেই আমাদের আন্দাজে করতে হবে। এভাবে যতগুলো উৎস থেকে আমাদের তথ্য প্রয়োজন হবে সেগুলো সব কটি তৈরি করে নিতে হবে। এবারে যেখানে আমাদের উৎস নির্দেশের প্রয়োজন সেখানে insert citation এ ক্লিক করতে হবে। স্টাইলশিট আমি শিকাগো রেখেছি।

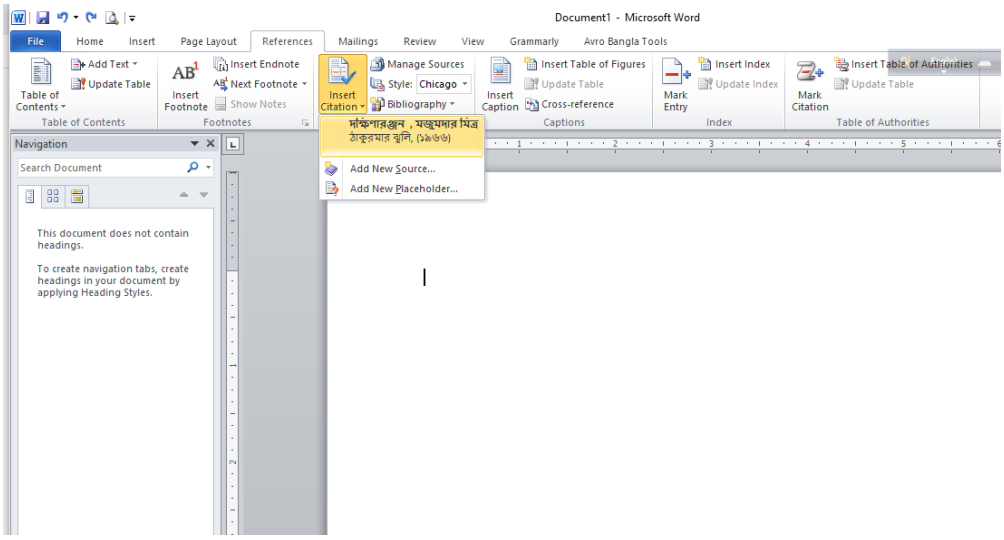

তাহলে চলে আসবে (দক্ষিণারঞ্জন ১৯৬৬) ।

এবারে প্রবন্ধের শেষে যেখানে আমরা গ্রন্থপঞ্জী জুড়তে চাই সেখানে গিয়ে *bibilography* অপশন এ ক্লিক করে গ্রন্থপঞ্জী অ্যাড করতে হবে।

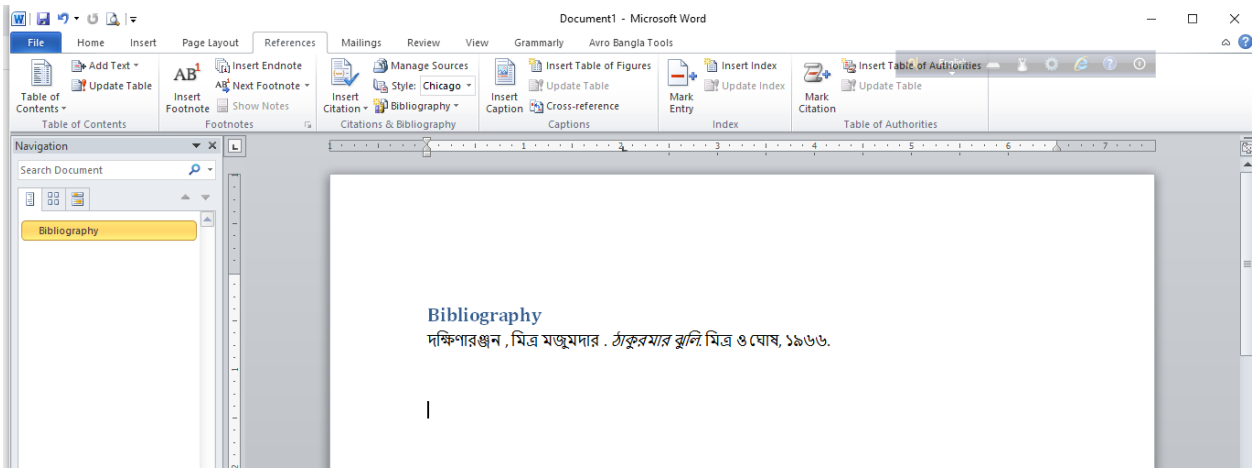

Bibliography কথাটি মুছে আমাদের গ্রন্থপঞ্জী লিখে দিতে হবে।

4 গ্রন্থপঞ্জি (শিকাগো স্টাইলশিট অনুযায়ী)

"Bangla Word v1.9." http://amarpc06.blogspot.in/2013/01/bangla-word-v19.html. 2013. (accessed 2013).

"Bangla অঙ্কুর ." http://onkur.sourceforge.net/?lang=en . ২০১৪.

"Baraha - Indian Language Software (The Official Web Site)." http://www.baraha.com/index.htm. 1998. (accessed 2014).

"INFORMATION AND DOCUMENTATION- BIBLIOGRAPHIC REFERENCES. IS 2381 (Part 1)." Bureau of Indian standards. 2009.

"IPA Unicode Keyboards." http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=uniipakeyboard. 2003.

"SLAVONICA Style Sheet for Authors and Reviewers ." https://www.dur.ac.uk/.../Slavonica/Stylesheetforauthorsandreviewers. 2001. (accessed 2014).

Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Term Papers . Chicago: The university of chicago Press, 1996.

ইসলাম, শেখ মকবুল. গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান: সাহিত্য -সমাজ- সংস্কৃতি. কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,. ২০১২.

গোস্বামী, জয়ন্ত. সাহিত্য গবেষণা: পদ্ধতি ও প্রয়োগ. পরিমার্জিত ১৯৯৯. কলকাতা: পুস্তক বিপণি. ১৯৮৯.

চট্টোপাধ্যায়, সনৎকুমার. বাংলা বানান বিধি . কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, . ১৯৯৭.

দক্ষিণারঞ্জন , মজুমদার মিত্র. ঠাকুরমার ঝুলি. মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬৬.

পাল, পলাশ বরণ . Bangtex : A package for typesetting documents in Bangla using the Tex/Latex systems. ২০০১.

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি. গবেষণাঃ প্রকরণ ও পদ্ধতি. পঞ্চম ২০১১. কলকাতা: দে'জ. ১৯৯০.

ভট্টাচার্য, তারকনাথ. গবেষণা তথ্য ও প্রয়োগ. কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ. ২০১২.

মুখোপাধ্যায়, জগমোহন. গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা. কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯২.

পরিমার্জন ০২.১১.২০২১

Date modified 02.11.2021

View publication stats